মিস্টিরিয়াস ডকুমেন্ট

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই।

নর্থ চ্যানেল দিয়ে হেলতে দুলতে একটা ছোট্ট জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তার চোঙ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় ব্রিটিশ পতাকাটা পৎপৎ করে উড়ছে। আর সোনালি সুতো দিয়ে আঁকা ইংরেজি 'ই. জি.' অক্ষর দুটো, মার্কুইসের নিম্নপদস্থ অভিজাত আর্লের সম্মানসূচক চিহ্ন।

জাহাজটার গায়ে তার নাম 'ডানকান' কথাটা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। মালিকের নাম লর্ড গ্লেনারভান। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের এক নামকরা সদস্য। তাঁর সহধর্মিণীও লেডি হেলেনা সঙ্গে রয়েছেন। আর রয়েছেন তাঁর খালাতো ভাই ম্যাকনবস।

জাহাজ উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুক চিরে উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে। হঠাৎ দূরে, অনেক দূরে একটা বিশালায়তন মাছ দেখা গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে লর্ড গ্লেনারভান জানতে পারলেন, সেটা একটা হাঙর। এরা স্থানীয় মানুষদের কাছে 'ব্যালেন্স ফিশ' নামে পরিচিত। দুর্দান্ত প্রকৃতির। লর্ড গ্লেনারভান ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন হাঙরটাকে মারার জন্য।

ব্যাপারটা লেডি হেলেনাকে দেখানোর জন্য তাঁকে ডেকে আনানো হল।

নাবিকরা মোটা দড়ির মাথায় শক্ত বঁড়শি বেঁধে তার সঙ্গে মাংসের টুকরো গেঁথে দিল। এবার সেটাকে ফেলে দেয়া হল সমুদ্রের পানিতে। মাংসের গন্ধে হাঙরটা দ্রুত বেগে ধেয়ে এল। তার কালো আর ছাই রঙের ডানাটা কেবল জলের ওপর ভেসে রইল। থেকে থেকে তার মাথাটা ভুস করে জলের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। হাঁ করামাত্র ঝকঝকে চকচকে দাঁতের পাটি সূর্যের কিরণে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন, এরা মৎস্যপরিবারের জঘন্যতম প্রাণী।

ছুটতে ছুটতে এসে হাঙরটা টপ করে বঁড়শিসহ মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলল। ব্যাস, দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। তাকে কাবু করার জন্য এবার তারা ল্যাজে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সবাই মিলে ডেকের ওপর তুলে নিল। একজন নাবিক মসৃণ কুড়ুলের এক কোপে তার ল্যাজটাকে কেটে ফেলল।

নাবিকরা এবার তার পেট চিড়ে সোনা দানা কিছু আছে কি না দেখতে লাগল।

লেডি হেলেনা সে বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে না পেরে দ্রুত নিজের কেবিনে চলে গেলেন। হাঙরটার ওজন প্রায় দুশো পাউন্ড। আর দৈর্ঘ্য দশফুট তো হবেই। সেটাকে টুকরো টুকরো করে নাবিকরা জলে ফেলে দেয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। ঠিক তখনই দেখা গেল তার পাকস্থলিতে পাথরের টুকরোর মতো কী যেন ঝুলছে। ঘাঁটাঘাটি করে তারা একটা বোতল বের করল। ক্ষিদের জ্বালায় কবে এটাকে গিলে ফেলেছিল কে জানে। বোতলের কথা শুনে কেবিন থেকে লেডি হেলেনা ছুটে এলেন। বোতলের ছিপিটা খোলা হল। তার ভেতর থেকে বের করা হল কয়েকটা কাগজের টুকরো। খুবই জীর্ণদশা। কী সব লেখা সেগুলোর গায়ে। প্রায় মুছে গেছে। তিনটে কাগজেরই একই হাল হয়ে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান কাগজ তিনটেকে আলোর সামনে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনটে দলিল। ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান তিন ভাষায় তর্জমা করা। যেটুকু ইংরেজিতে লেখা তা হল—'Sink, a land, this, and, los, শব্দগুলো সম্পূর্ণ। আর 'Skipp' এক জায়গায় লেখা, শেষেরটুকু মুছে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'Skipp' বলতে 'Skipper' বুঝানো হচ্ছে। আর একজায়গায় লেখা রয়েছে 'gr'। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'মনে হচ্ছে 'gr' জাহাজটার নামের অংশবিশেষ। অর্থাৎ যে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে তার কথা বলতে চাইছি।'

ক্যাপ্টেন কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগলেন, 'docum এবং asistance শব্দাংশ দুটোর বক্তব্য অবশ্য পরিষ্কার। নিশ্চয়ই এদের একটার দ্বারা document এবং Assistance অন্যটার দ্বারা বুঝে নিতে হবে।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু অনেকগুলো ছত্র যে মুছে গেছে। জাহাজের নাম, জাহাজডুবির জায়গাটার নাম-ঠিকানা কিছুই তো পাওয়া যাচ্ছে না।' মেজর কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন।

এবার ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এটার। এখানে লেখা '7 Juni' মানে ৭ জুন, ইংরেজি কাগজটার সঙ্গে তারিখটা জুড়ে দিলে মানে দাঁড়াচ্ছে, ৭ জুন, আঠারোশো বাষট্টি। জার্মান glas-এর পাশে ইংরেজি 'gow-কে এনে রাখলে মানে দাঁড়াচ্ছে 'Glasgow'। এতে বোঝা যাচ্ছে, জাহাজটা গ্লাসগো বন্দরের। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রটার অস্তিত্বই নেই। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। তবে তৃতীয় ছত্রে দুটো খুবই দরকারি দুটো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জার্মান ভাষায় 'Zwei' মানে দুই। আর 'atresen' বা 'matrosen উভয়ের অর্থই নাবিক। চতুর্থ ছত্রে দেখা যাচ্ছে 'graus' শব্দটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি নে। তৃতীয় কাগজটা থেকে যদি এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর বাকি শব্দ দুটো—'bring ihem' আর 'bring ihhen'-কে ইংরেজি 'assistance' অথবা 'assistance'-এর পাশে রাখলে হবে 'bring them assistance'—এতে বুঝাচ্ছে সাহায্য পাঠাও।

লর্ড গ্লেনারভার বললেন, 'সাহায্য পাঠাতে বলছে। কিন্তু কীরকম সাহায্যের কথা বলতে চাইছে তার পরের কাগজটা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।' তৃতীয় কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি এবার বললেন, 'এটা ফরাসি ভাষায় লেখা। আমাদের কারোরই পড়তে অসুবিধা হবে না। এই যে, এখানে লেখা 'trois' এবং 'ats'—বলতে চাইছে, 'trois mats' অর্থাৎ তিনটে মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ! ফরাসি আর ইংরেজি কাগজ দুটোর বক্তব্য জুড়ে জাহাজটার নাম পাওয়া যাচ্ছে 'Britania' এবং 'Austral'-এর ফরাসি ও ইংরেজিতে একই অর্থ—দক্ষিণ দিক।'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তবে বুঝা যাচ্ছে, ভূগোলকের দক্ষিণার্ধে জাহাজডুবিটা হয়েছে, তাই না?' লর্ড গ্লেনারভান বললেন, হ্যাঁ। তারপর দেখুন, Eabor হচ্ছে 'aborder'-এর প্রথম অংশ। এতে বুঝাচ্ছে জমিতে নামার কথা বলতে চাইছে।

অর্থাৎ নাবিকরা জমিতে নেমেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথাকার জমিতে? এবার দেখা যাচ্ছে 'contin' বলতে অবশ্যই 'continent' অর্থাৎ মহাদেশ বুঝানো হচ্ছে।'

ক্যাপ্তেন বললেন, 'cruel' বলতে জার্মান শব্দ 'grus' বলতে বুঝানো হচ্ছে grausam—নিষ্ঠুর।'

এ পর্যন্ত পড়ার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে লর্ড গ্লেনারভানের আগ্রহ তুঙ্গে উঠে গেল। তিনি এবার পড়তে লাগলেন, 'এখানে 'Indi' লেখা রয়েছে। এতে 'India' বুঝানো হয়েছে। এবার 'ongit'-এর অর্থ কী? বুঝেছি, বলতে চাচ্ছে 'Longitude' মানে দ্রাঘিমা। আর 'Latitude' অর্থ তো অক্ষাংশ। তবে বলতে চাচ্ছে অক্ষাংশ—সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট। যাক তবে কোনোরকমে ঠিকানাটা উদ্ধার করা গেল।'

ম্যাকনবস বলল, 'সবই তো হল, কিন্তু দ্রাঘিমা কত তা তো পাওয়া গেল না।

লর্ড গ্লেনারভন এবার তিনটে কাগজের বক্তব্য একত্রে ইংরেজিতে লিখেত বসলেন। ডামবার্টন নামে একজন নাবিক এসে জাহাজের গতি কোনদিকে হবে জানতে চাইলে লর্ড গ্লেনারভান তাকে বললেন, 'শুনুন, লেডি হেলেনা ম্যালকম দুর্গে যাবেন। আমি লন্ডনের নৌ-বিভাগের অফিসে যাব। এ কাগজ তিনটে তাঁদের দেখাব ভাবছি।'

নাবিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এবার উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'শুনুন আপনারা, কাগজ তিনটের বক্তব্য মোটামুটি এরকম—১৮৬২ সালের ৭ জুন তিনটে মাস্তুল বিশিষ্ট বাণিজ্যতরী ব্রিটানিয়া নামক একটা যুদ্ধজাহাজ গ্লাসগো থেকে যাত্রা করে সমুদ্রে ডুবে গেছে। জাহাজটার ক্যাপ্টেন ও দুজন নাবিক সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে এ কাগজ তিনটে বোতলে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রত্যাশা করেছে। আর বুঝা যাচ্ছে ভূগোলার্ধের দক্ষিণাংশের সমুদ্রে সেটা ডুবেছে। তবে সমস্যা হচ্ছে 'gonie' শব্দটার সাহায্যে কী বুঝাতে চাইছে? এটা কি 'country' শব্দের অংশ?'

লেডি হেলেনা কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললে, 'Patagonie ফরাসি শব্দ। এর ইংরেজি সমার্থক শব্দ হচ্ছে Patagonia।' মেজর চট করে বলে উঠলেন—ঠিকই তো Patagonia সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের অন্তর্ভুক্ত। এবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেয়া যেতে পারে, তারা একটা মহাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল। এবার 'pr' বর্ণ দুটোর কথা ভাবা যাক। এর সাহায্যে 'Prisoner' বুঝানো হয়েছে। তারপর 'cruel indi' এতে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, 'cruel indi'—অর্থাৎ তারা নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হয়েছিল—এরকম হতে পারে কি না, বলুন?'

লর্ড এবার বললেন, 'আমাদের কাজ হচ্ছে গ্লাসগো গিয়ে খোঁজ নেয়া ব্রিটানিয়া জাহাজটা কোনদিকে পাড়ি জমাচ্ছিল?'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জাহাজি গেজেট বের করে পাতা উল্টে এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আঠারোশো বাষট্টির ত্রিশে মে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ব্রিটানিয়া জাহাজে ক্যালাও থেকে গ্লাসগো যাত্রা করেছিলেন।'

লর্ড গ্লেনারভন আঁতকে উঠে বললেন, 'গ্রান্ট! ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নতুন স্টল্যান্ড গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।'

'ঠিকই বটে। তিনি আঠারোশো বাষট্টিতে গ্লাসগোতে হাজির হয়ে ব্রিটানিয়া জাহাজটা নিয়ে যাত্রা করে বেপাত্তা হয়ে যায়। ব্যস, তার আর হদিস পাওয়া গেল না।'

'তবে আমাদের ধারণাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ত্রিশে মে ক্যালাও থেকে যাত্রা করে—৭ জুন—অর্থাৎ ঠিক সাতদিন বাদে প্যাটাগোনিয়া উপকূলে জাহাজটা তলিয়ে যায়। এখন দরকার দ্রাঘিমা নির্ণয় করা।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'দ্রাঘিমা না হলেও চলবে, জায়গাটা আমার পরিচিত। জায়গামতো ঠিক হাজির হয়ে যাওয়া যাবে।'

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'চমৎকার! তবে বক্তব্যটা দাঁড় করিয়ে ফেলি, "আঠারোশো বাষট্টির ৭ জুন গ্লাসগোর তিনটে মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে প্যাটাগোনিয়ার সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ মহাদেশের ভূখণ্ডে নামার চেষ্টা করবেন—মাটিতে পদার্পণ করামাত্রই নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হবে। কাগজ তিনটে বোতলে পুরে তাঁরা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে সমুদ্রের বুকে ফেলে দেন। যেখানে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে সেখানে সাহায্য পাঠান।"

লর্ড গ্লেনারভান কাগজ থেকে কলমটা তুলে এবার বললেন, 'এ বক্তব্য পড়ে সরকার অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন, আর ক্যাপ্টেন গ্রান্টের স্ত্রী পুত্র-কন্যার খরচ আমিই বহন করব।'

জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। লেডি হেলেনা গাড়ি নিয়ে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

লন্ডনগামী ট্রেনে ওঠার আগে লর্ড গ্লেনারভান মর্নিং ক্রনিকল আর টাইমস পত্রিকায় টেলিগ্রাম করলেন, 'তিনটা মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়ার খবর কেউ জানতে আগ্রহী হলে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ, লাস্ ডামবারটন, স্কটল্যান্ড।'

* * * *

ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ। লাসের অদূরবর্তী হাইল্যান্ডে এর অবস্থান। লর্ড গ্লেনারভান-এর স্বত্বাধিকারী। স্কটল্যান্ডের সামাজিক বিপ্লবে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়েছেও অনেকেই। কিন্তু গ্লেনারভান পরিবার এখানেই রয়ে গেছেন। প্রজাদেরও আশা ভরসা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ প্রাসাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করছে। আবার কেউ-বা গ্লেনারভারের ডানকান জাহাজে কাজ করছে।

লর্ড গ্লেনারভান অগাধ অর্থের মালিক।

দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা করতে তাঁর কোনোরকম কার্পণ্য লক্ষিত হয় না। এককথায় তিনি একজন উদারহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। অসীম সাহসী। পরোপকারব্রতী। মাত্র তিন বছর আগে লেডি হেলেনাকে বিয়ে করে তিনি ঘর বাঁধেন। লেডি হেলেনা স্কটল্যান্ডের মেয়ে। তার বাবা বিখ্যাত পরিব্রাজক উইলিয়ম টাফনেল। দরিদ্র। লর্ড গ্লেনারভান বিয়ের পর ডানকান জাহাজটা তৈরি করালেন সস্ত্রীক সাগরবিহারের উদ্দেশ্যে। জাহাজ থেকে নেমে স্ত্রীকে ম্যালকম প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়ে লর্ড গ্লেনারভান লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পরের দিনই লেডি হেলেনা একটা টেলিগ্রাম পেলেন, লর্ড গ্লেনারভার শীঘ্রই ফিরছেন। সে রাত্রেই আর একটা টেলিগ্রাম পেলেন, তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। পরস্পর বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত টেলিগ্রাম দুটো পেয়ে লেডি হেলেনা বড়ই চিন্তিত হলেন।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বহু দূর থেকে ট্রেনে চেপে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে দেখা করতে এল। তাঁর অবর্তমানে লেডি হেলেনা তাদের সঙ্গে কথা বললেন। খুবই গরিব। ছেলেটার বয়স বারো, নাম রবার্ট। আর মেয়েটার ষোল বছর, নাম মেরি—ভাই-বোন। তারা ক্যাপ্তেন গ্রান্টের খবর জানতে এসেছে। তাঁর ছেলে-মেয়ে।

লেডি হেলেনা তাদের কাছে বোতলের ভেতরে পাওয়া কাগজ তিনটে এবং তাতে লেখা বক্তব্যের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর এও বললেন, লর্ড গ্লেনারভান সে কাগজগুলো নিয়ে নৌ-বিভাগের অফিসে গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন।

রবার্ট আর মেরি লেডি হেলেনার আতিথ্য গ্রহণ করে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদে রয়ে গেল।

* * * *

লেডি হেলেনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রবার্ট আর মেরির কাছে আসল কথাটা গোপন করলেন। ক্যাপ্টেন হার্ট অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে বন্দি হয়েছেন। লর্ড গ্লেনারভান নিজে গিয়েও নৌ-বিভাগের সাহায্য আদায় করতে পারছেন না, এসব কথা তাদের কাছে গোপন রাখলেন।

নৈশ ভোজের পর লেডি হেলেনা রবার্ট আর মেরির মুখ থেকে তাদের দুর্দশার কথা শুনলেন। অসীম সাহসী ক্যাপ্টেন হার্ট স্বাধীন স্কটল্যান্ডের কলোনি গড়ে তোলার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। এক প্রৌঢ়া আত্মীয়ার তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রেখে যান। কিছুদিনের মধ্যে আত্মীয়াটি মারা যান। তারা জানতে পেরেছে তাদের বাবাও আজ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন।

খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা পড়েই রবার্ট আর মেরি ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভানের কাছে। তারা এবার বুঝতে পেরেছে, তাদের বাবা তবে জীবিত।

পরের দিন ভোরে লর্ড গ্লেনারভান ফিরে এলেন। কোনো বিহিত করতে পারলেন না। সরকার হাজারো অজুহাত তুলেছেন। দু-বছর আগে সাগরের বুকে তলিয়ে যাওয়া জাহাজের খোঁজে যাওয়ার অর্থ সময় ও টাকার অপব্যয়মাত্র। আর দলিলের বক্তব্যও পরিষ্কার নয়, নিতান্ত ঝাপসা। তার ওপর মাত্র তিনজন স্কটল্যান্ডবাসীর জন্য পুরো একটা জাহাজ কী করে পাঠানো যায়।

লর্ড গ্লেনারভানের মুখে সবকিছু শুনে রবার্ট ও মেরি হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে লেডি হেলেনা বাধা দিলেন। রানীর সঙ্গে কথা বলে কিছু করা যায় কি না দেখতে চাচ্ছেন। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'কোনোই উপায় হবে না।'

লেডি হেলেনা এবার লর্ড গ্লেনারভানকে অনুরোধ করলেন, 'শোনো, তোমার নিজেরই তো ডানকান জাহাজ রয়েছে। সেটা নিয়ে এদের বাবার খোঁজ করলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

লর্ড গ্লেনারভান স্ত্রীর পরামর্শও এ-ব্যাপারে তার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে যারপরনাই খুশি হলেন।

* * * *

ডানকান খুবই ছোট্ট একটা জাহাজ। মাত্র দুশো দশ টনের জাহাজ। তবে এটুকু ভরসা, কলম্বাস আর ম্যাগেলান তো এর চেয়েও ছোট জাহাজ নিয়ে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন।

পালে হাওয়া না পেলে ডানকান একশো ষাট অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের বলে চলে। এটা ঘণ্টায় সতের মাইল গতিবেগে ছুটতে পারে। এটা নিয়ে অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। তবে সে সঙ্গে নতুনতর কিছু ব্যবস্থা করে নেয়া হল।

লর্ড গ্লেনারভান ছোট্ট একটা কামান কিনে জাহাজের সামনে বসিয়ে দিলেন। আর কাপ্তেনের সাহস, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। সে সঙ্গে অভিজ্ঞ নাবিক ফার্স্টমেন্ট টম আস্টিন। ক্যাপ্টেন আর মেটসহ মোট পঁচিশজন কর্মী সফরের জন্য নিযুক্ত করা হল। আর সঙ্গে গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, লেডি হেলেনা ও তাঁদের ছেলে-মেয়ে। আর রবার্ট আর মেরি তো আছেই। শেষপর্যন্ত মেজর ম্যাকনবসও এসে হাজির হলেন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদেই থাকেন, স্কটল্যান্ডের অধিবাসী।

২৫ আগস্ট রাত ঠিক বারোটায় ডানকান জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাত্রা করল। ডাংবারটনের পাহাড় যখন পেরিয়ে গেল তখনও ভোর হয় নি। তিনটে বাজে।

ডানকান যখন গিয়ে সমুদ্রে পড়ল তখন সকাল ছয়টা। জাহাজ তখন ঘণ্টায় সতের মাইল বেগে ছুটে চলেছে। পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই কেপহর্নে পৌছে যেতে পারবে কাপ্তেনের বিশ্বাস।

এদিকে বালক রবার্ট খুশিতে ডগমগ হয়ে জাহাজের সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তা দেখে লর্ড গ্লেনারভান হাসতে হাসতে মেরিকে বললেন, 'একদিন তোমার ভাইকে আমি একজন জবরদস্ত নাবিক বানিয়ে ছাড়ব।'

মেজর রোগা ও লম্বাটে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ। হাসিখুশি স্বভাব। তবে খুবই অন্যমনস্ক।

জাহাজে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের উপস্থিতি মেজরকে অবাক করল। চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। খুবই আনমনা। সর্বদা একটা টেলিস্কোপ কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। খুবই চঞ্চল স্বভাব। এক সময় কাঁধ থেকে টেলিস্কোপটা নামিয়ে টেনে লম্বা করলেন। সেটা প্রায় চারফুট লম্বা। দিগন্ত পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হলেন। তিনি ছয় নম্বর কেবিনের প্যাসেঞ্জার। ভদ্রলোকটি প্যারিস জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। বার্লিন-বোম্বে-আর্মস্টাড-লিপসিক-লন্ডন-পিটার্সবার্গ-ভিয়েনা-নিউইয়র্ক সোসাইটির মেম্বার। আর রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড এথনগ্রাফিক্যাল অফ ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটেরও মেম্বার তিনি। দীর্ঘ বিশ বছর ঘরে বসে ভূগোল নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। এবার ইন্ডিয়ায় চলেছেন, সেখানে পায়ে হাঁটাহাঁটি করে বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে লিপ্ত করতে। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম জ্যাকুইস পাজালেন। লর্ড গ্লেনারভান সোসাইটির বুলেটিনে পাজালেনের বহু আবিষ্কারের কথা পড়েছেন। বলা যায় বিজ্ঞান আর ভূগোল বিষয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেনের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে জানতে পারলেন, পরশু রাত আটটায় তিনি জাহাজের ছয় নম্বর কেবিনে উঠেছেন। খুবই ক্লান্ত ছিলেন বলে টানা ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করে নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করবেন। জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজ বলে বড়লাটের কাছে সেরকমই সুপারিশসহ আবেদন গেছে।

জ্যাকুইস পাজালেনের এবারের পরিকল্পনা তিব্বতের ইয়ারো-জাংবো চৌ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদিক থেকে এগিয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়েছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন। ক্রিক আঠারো শো ছেচল্লিশে এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যাকুইস পাজালেন যখন শুনলেন এটা স্কোটিয়া জাহাজ নয়, ডানকানের নাম তখন একদম মুষড়ে পড়লেন। কথাটা কানে যেতেই তিনি হতাশায় ভেঙে পড়ে আর্তনাদ করতে করতে ছয় নম্বর কেবিনে চলে গেলেন। তাঁর অন্যমনস্কতার জ্যই ভুল করে অন্য জাহাজে উঠে পড়ে বিপদে পড়েছেন।

লর্ড ভাবলেন তাঁর জাহাজ প্রথমে চিলি বন্দরে নোঙর করবে, ভদ্রলোককে সেখানেই নামিয়ে দেবেন। সেখান থেকে অন্য জাহাজ ধরে তিনি গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন।

একটু বাদেই আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেন আবার লর্ডের কাছে ফিরে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন ডানকান চিলি-দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। এ যে কেলেঙ্কারী ব্যাপার। সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলেছেন।

লর্ড বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। তা নইলে আপনাকে মাদিরা বন্দরেই নামিয়ে দিতে পারি। সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপে চলে যেতে পারবেন।'

'উপায় থাকলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গী হতাম। কিন্তু একটা জরুরি সভায় আমাকে যোগদান করতেই হবে। ভালো কথা, দেখে তো মনে হচ্ছে আপনারা দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে না গিয়ে তার চেয়ে বরং ভারতবর্ষ, মানে কলকাতায়ই চলুন না কেন।'

'কিন্তু আমাকে জরুরি একটা কাজের তাগিদে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে হচ্ছে, লর্ড গ্লেনারভান বললেন।'

পাজালেন লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। কথাপ্রসঙ্গে পাজালেন জানতে পারলেন লেডি হেলেনা বিখ্যাত ব্যক্তি উইলিয়ম টাফনেলের মেয়ে। টাফনেল তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। বন্ধু-তনয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এবং একই জাহাজে যাত্রা করার জন্য তিনি বহুভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।

* * * *

ডানকান জাহাজ ৩০ আগস্ট মাদিরা বন্দরে নোঙর করল। পাজালেন এখানে নামতে রাজি হলেন না। এখানে নাকি দর্শনীয় কিছুই নেই। জাহাজ এরপর ক্যানারিতে নোঙর করলে নেমে যাবেন, লর্ড গ্লেনারভানকে জানালেন। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর ইচ্ছার কথা শুনে নীরবে ঠোঁট টিপে হাসলেন।

ডানকান আবার বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় আড়াইশো মাইল দূরবর্তী ক্যানারি বন্দরে পৌঁছতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। পাজালেন এখানে পৌঁছে আবার বাহানা জুড়ে দিলেন। লর্ডকে মুখ ব্যাজার করে বললেন, 'ভেবেছিলাম বটে ক্যানারিতে নামব। কিন্তু এখানে হামবোল্ডট পাহাড়ের যে পাঁচটা অংশ আছে তা অনেক আগেই আমি দেখে নিয়েছি। এমন কি আগ্নেয় পর্বতের ভেতর পর্যন্ত নেমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। দেখার মত আর কিছুই এখানে নেই। আপনারা তো এরপর কেপ ভাদিতে জাহাজ নোঙর করছেন। আমি বরং সেখানেই নেমে যাব। যদিও সেখানেও দর্শনীয় কিছুই নেই। তবে একটা কথা কী জানেন, দেখার মতো চোখ মন থাকলে সবকিছু বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আর পর্যবেক্ষণের অন্য নমাই তো বিজ্ঞান।'

৩ সেপ্টেম্বর ডানকান কেপ ভাদিতে নোঙর করল। কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করার সময়ই আকাশ মেঘে ছেয়ে রেখেছিল। এবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল। পাজালেন এখানে এসেও বাহানা শুরু করে দিলেন। কিছুতেই জাহাজ থেকে নামতে রাজি হলেন না। অজুহাত দেখালেন, দেড় দুই মাসের আগে এখান থেকে ফেরার জাহাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যা বৃষ্টি, মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি ভিজে বরবাদ হয়ে যাবে। আর দেখার মতো তেমন কিছু নেই, যাতে এতগুলো দিন কাটাতে পারবেন।

লর্ড গ্লেনারভান মুচকি হেসে বললেন, 'এবার কিন্তু একেবারে চিলি বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভিড়বে। যদি চান তো আমাদের সঙ্গেই চলুন, প্যাটাগোনিয়ার ইন্ডিয়ানদের দেখে ও আলাপ-পরিচয় করে আনন্দ পাবেন। তারা অবিকল পাঞ্জাবের ভারতীয়দের মতো। তিব্বতের 'ইয়ারো-জাবো-চৌ দেখতে না পেলেও রিও কলোরাডো দেখেও চোখ ও মন কম তৃপ্ত হবে না।'

লেডি হেলেনাও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করলেন।

শেষপর্যন্ত আমতা আমতা করে হলেও ডানকান জাহাজেই থাকবেন, প্যাটাগানিয়াতেই যাবেন।

*　　*　　*　　*

আগন্তুক পাজালেন বারক রবার্টের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা, তোমাকে আমি একজন নামজাদা ভৌগোলিক তৈরি করে ছাড়ব।'

বালক রাবার্টকে নিয়ে কতজন কতরকম চিন্তাই না করেছেন। ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন তো বলেই রেখেছেন, তাকে পাক্কা নাবিক তৈরি করবেন, লর্ড গ্লেনারভানেরও একই ইচ্ছা। তবে তিনি তাকে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক তৈরি করবেন। মেজর মত প্রকাশ করেছেন, তাকে রীতিমতো দুরন্ত ও অসম সাহসী করে তুলবেন। আর লেডি হেলেনা চান সে ভবিষ্যতে একজন সহৃদয় দয়ার অবতার হয়ে উঠুক।

পেজালেন জাহাজের ডেকের এক কোণে একগাদা বই পেলেন। সেগুলো সবই স্পেনীয় ভাষায় লেখা। বইগুলো পাঠোদ্ধার করতে হলে সবার আগে স্পেনীয় ভাষাটা রপ্ত করতেই হয়। অত্যুগ্র আগ্রহ ও অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি মাত্র কদিনের মধ্যেই ভাষাটা রপ্ত করে ফেললেন।

পেজালেন একদিন ডেকের ওপরে রবার্টকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে আমেরিকার ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, 'পরিতাপের বিষয় কী জানো রবার্ট? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কলম্বাস কিন্তু জানতে পারেন নি, তিনি একটা মহাদেশের আবিষ্কারক। তাঁর অনন্য কীর্তির কথা জানার আগেই তাঁকে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে। তিনি দেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন এশিয়ায় পাড়ি জমানোর সোজা পথ আবিষ্কারের আশা নিয়ে। কিন্তু তিনি নব্য আমেরিকায় পৌঁছে ধরেই নিলেন, জাপান বা চীনের ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, নতুন এক মহাদেশের মাটিতে অবস্থান করছেন। সেজন্যই তো তাঁর নামে কোনোকিছুই নামকরণ হল না। আমেরিকা নামকরণ হয়েছে আমেরিগো ভেসপুসির নামানুসারে। আর ম্যাগেলান অন্তরীপের নাম দেয়া হয়েছে নাবিক ম্যাগেলানের নামানুসারে।

ম্যাগেলান অন্তরীপে জাহাজ হাজির হল। এখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত আকৃতি ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এদের দেহকাণ্ডের তুলনায় পা দুটো খুবই ছোট। বসে থাকলে একরকম উচ্চতা মনে হয়। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন অন্যরকম দেখা যায়। অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।

*　　*　　*　　*

ডানকান জাহাজ ক্লাইভ বন্দর ছাড়ার বিয়াল্লিশ দিন পর তালকাহুয়ানো উপসাগরে পৌঁছল।

জাহাজ নোঙর করামাত্র লর্ড গ্লেনারভান পাজালেনকে নিয়ে তীরে নামলেন। তাঁরা সোজা কাস্টমস হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন প্রায় একঘণ্টা গেলে ইংরাজ কনসালের দেখা পাওয়া যাবে। জরাগাটার নাম কনসিপসিয়ন। দুটো ঘোড়া ভাড়া করে উভয়ে কনসাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইংরাজ কনসাল লর্ড গ্লেনারভানের মুখে তাঁদের আগমনের কারণ শুনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ক্যাপ্টেন গ্রান্টের জাহাজডুবির কথা তিনি কারো মুখে শোনেন নি।

উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে ফের বন্দরে ফিরে এলেন। ছয় জন লোক নিযুক্ত করা হল, উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের মুখ থেকে জাহাজ ডুবির কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেন কি না। বৃথা চেষ্টা। তারাও বিষণ্ণমুখে ফিরে এল।

এবার বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটের বক্তব্য ভালো করে পাঠ করে পাজালেন বললেন, 'লর্ড, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা শব্দের ভুল অর্থ করা হয়েছে বলেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কই ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তো 'বন্দি হব' এমন কোনো কথা লেখেন নি। হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন 'বন্দি হয়ে গেছি'। ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তিনি এ কাগজ তিনটের বক্তব্য লিখেছিলেন। আর কাগজ তিনটে সহ বোতলটা ভাসতে

প্রশান্ত সমুদ্রে হাজির হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য একটাই—সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আমেরিকার উপকূলকে যেখানে স্পর্শ করেছে সে রেখা বরাবর জাহাজ নিয়ে আটলান্টিকে হাজির হওয়া। আশা করা যাচ্ছে, জাহাজডুবির লোকজনদের কারোর না কারো দেখা মিলবেই। আর এটাই কিন্তু একমাত্র সম্ভাবনাময় লর্ড।'

'কিন্তু আমরা কি—' লর্ডকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পাজালেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রিও নিগ্রো বা রিও কিলোরাডো নদী কোনো না কোনো শাখানদীর নিকটবর্তী কোনো রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কয়েদ হয়েছেন। আমরাই তাঁকে উদ্ধার করব। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে মেজর ম্যাকনাবসের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে পারব।'

১৪ অক্টোবর সেন্ট অ্যাটোনিও এবং কেপ করিয়েনতিসের মধ্যবর্তী স্থানে ডানকানকে দাঁড় করিয়ে লর্ড, পাজালেন, মেজর এবং রবার্ট জাহাজ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। আর জাহাজে রইলেন, রইলেন লেডি হেলেনা আর মেরি। লর্ডের সঙ্গে তিনজন নাবিকও গেল।

কূলে নেমে লর্ড এক ছোকরা ও তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিলেন। একজন ইংরেজ তাদের দলপতি। তার নাম কাটাপেজ। তার পেশা জাহাজের যাত্রীদের পথ দেখিয়ে কর্ডিলেরার গিরিসংকট অতিক্রম করে আর্জেন্টিনার পথ প্রদর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ঘোড়ায় চেপে তাঁরা যাত্রা করলেন।

১৭ অক্টোবর দূরবর্তী একটা পর্বত তাদের নজরে পড়ল। পথে যেতে যেতে যে-সব নদী পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের নাম মানচিত্রে স্থান পায়নি পেজালেন তাদের নাম বিবরণাদি দিনলিপির পাতায় টুকে নিতে লাগলেন।

এবারই অভিযাত্রীরা পথ চলার কষ্ট কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। পাহাড়, পার্বত্যপথ, ঘন ঘন চড়াই উৎরাই। আন্দিজ পর্বত ডিঙোনোর জন্য আনটুকো গিরিসংকটের পথ ধরতে হল। বড়ই দুর্গম এ-পথ। খচ্চর পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে নাজেহাল হয়ে যায়। কাটাপেজ এপথে যেতে রাজি হল না। খচ্চর আর তার দলবল নিয়ে সে এখান থেকে কেটে পড়ল। অল্প সময়ে পথ পাড়ি দিতে পারবে বলেই অভিযাত্রীরা একরকম জেদ করেই এ-পথ বেছে নিলেন।

বারো হাজার ফুট ওঠার পরই সবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে। ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড় হল। সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত প্রায় বুকে হেঁটে পথ পাড়ি দিতে লাগল। আর বালক রবার্টকে তো একজন নাবিক কাঁধে করে আবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। অভিযাত্রীরা যখন একেবারে সম্বিৎ হারিয়ে পড়ল তখন অদূরে একটা ঝুপড়িঘর দেখতে পেল।

* * * *

ঝুপড়িঘরটার কাছে গিয়ে অভিযাত্রীরা দেখল, সেটা প্রায় বরফচাপা পড়ার জোগাড় হয়েছে। এটা রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা। বরফ সরিয়ে মেজর সেটাকে কোনোরকমে রাত কাটানোর উপযোগী করে তুললেন।

বিকট একটা শব্দ শুনে অভিযাত্রীরা ঘুম থেকে হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন। ভয়ঙ্কর এক সঙ্কটের মুখে পড়েছে তারা। ঝুপড়িঘরটাসহ পাহাড়ের বিশালায়তন একটা অংশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে নিচে নেমে যেতে লাগল। যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। তুষারের রাজ্য থেকে নিচের বনাঞ্চলে এসে হাজির হল।

মেজর কোনোরকমে পরিস্থিতিটা সামাল দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক-এক করে সবাইকে খোঁজাখুঁজি করে বের করলেন। কিন্তু দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েও রবার্টকে কোথাও পেলেন না।

ভূমিকম্প! ভূমিকম্পের ফলেই অভিযাত্রীদের এমন অবর্ণনীয় দুর্গতি।

* * * *

রবার্ট? কোথায় হারিয়ে গেল সে। তাকে না নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সামনে অভিযাত্রীরা দাঁড়াবেন কী করে? সবাই মিলে উন্মাদের মতো তার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। না, কেউই সাড়া দিল না।

দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে তল্লাশি চালিয়ে সবাই যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন ঠিক তখনই অতিকায় একটা কনডর পাখিকে দেখা গেল। সবাই একে দক্ষিণ আন্দিজের বাদশা বলে। বিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও এরা নিচের শিকার বাদুড়, ছাগল, ভেড়া, খচ্চরের বাচ্চা প্রভৃতি দেখতে পায়। চোখের পলকে ছোঁ মেরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে চলে যায়।

মুহূর্তে কনডরটা ঠোঁট আর পায়ের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে একটা দেহকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখল অভিযাত্রীরা। মেজর যন্ত্রচালিতের মতো লর্ড গ্লেনারভানের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে চালিয়ে দিলেন কনডরটাকে লক্ষ্য করে। লক্ষভ্রষ্ট হল গুলিটা। পর মুহূর্তেই গোপন অন্তরাল থেকে একটা গুলি ছুটে এসে কনডরটার মাথায় আঘাত করল। শূন্যে কয়েকবার পাক খেয়ে অতিকায় পাখিটা নদী থেকে ফুট দশেক দূরে ধীরে ধীরে পড়ে গেল। সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে গিয়ে দেখল আহত কনডরটার ডানার ভেতরে রবার্টের মাথাটা ঢুকে রয়েছে।

লর্ড গ্লেনারভান টানাটানি করে রবার্টের মাথাটা পাখির ডানার ভেতর থেকে বের করে ব্যস্ত হয়ে তার বুকে কান পেতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে! প্রাণ আছে! বেঁচে আছে। রবার্ট বেঁচে আছে। নদী থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই সংজ্ঞা ফিরে এল।

সবার মনে একই প্রশ্ন। মেজরের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকলে কার গুলিতে কনডরটা আহত হয়ে মাটিতে পড়ল। কে সে? সে পরোপকারব্রতী ব্যক্তিটা কে? কী-ই বা তার পরিচয়? মুহূর্তকাল পরেই দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষমূর্তিকে দেখা গেল একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা চুলগুলো বাঁধা। চোখ-মুখে কালো, সাদা আর লাল রঙের ছোপ। শেয়ালের চামড়ার কোটটা হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ষাঁড়ের চামড়ার বুটটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

পাজালেন ও লর্ড গ্লেনারভান তার সঙ্গে কথা বলে নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করলেন। ইচ্ছা থাকলেও কেউ, কাউকে মনের কথা বোঝাতে পারলেন না। তবে লোকটা আকার ইঙ্গিতে যা বলল তাতে কোনোরকমে উদ্ধার করা গেল, অজানা-অচেনা পাহাড়ী হিতাকাঙ্ক্ষীর নাম থালকেভ। এর অর্থ বজ্র। পেশায় পথপ্রদর্শক। থালকেভ দৌড়ে গিয়ে কিছু বুনো পাতা এনে রস করে রবার্টের ক্ষতস্থানে ঘষাঘষি করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনল।

অভিযাত্রীরা থালকেভকে পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে নিল। সে লর্ড গ্লেনারভানকে সাতটা ঘোড়া কিনিয়ে দিল। পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, পথ পাড়ি দিতে তার পা দুটোই যথেষ্ট।

* * * *

২২ অক্টোবর অভিযাত্রীরা থালকেভের পরামর্শে পশ্চিম থেকে আরো পূর্বে অগ্রসর হতে লাগল। সারাদিন পথ চলে তারা আটত্রিশ মাইল অতিক্রম করে একটা নদীর তীরে হাজির হল। পাজালেন যেন একটা জ্যান্ত ভূগোল বই। এক এক করে নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম অভিযাত্রীদের কাছে বলে যেতে লাগলেন। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে ঝোলা থেকে ব্যারোমিটারটা বের করে তার পারদস্তম্ভের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'পারদস্তম্ভের গতি ঊর্ধ্বমুখী। পারদস্তম্ভ নিম্নমুখী হলে বুঝা যেত ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ভয়ের কিছু নেই।'

কার্যত হলও তাই। সন্ধ্যার দিকে সামান্য ঝড় উঠলেও রাত একটার মাধ্যে থেমে গেল।

পথপ্রদর্শক থালকভ কথাপ্রসঙ্গে পাজালেনকে বলল, 'হুজুর, আপনারা সোজা পূর্বদিকে চলেছেন যে বড়? সেদিকে আপনাদের কাউকে কয়েদ করে রেখেছে বুঝি? শুনেছি, গত বছর দুই আগে এক শ্বেতাঙ্গকে রেড ইন্ডিয়ানরা কয়েদ করে রেখেছে। ব্যস, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

পথপ্রদর্শক থালকেভের কথায় অভিযাত্রীদের মধ্যে অবর্ণনীয় আশার সঞ্চার হল। ছাব্বিশে অক্টোবর অভিযাত্রীরা রেড ইন্ডিয়ানদের চামড়ার সেতু ধরে ধরে কোরোরকমে কলোরাডো নদী অতিক্রম করল। এবার তারা বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ তেঁতো জলের হ্রদের ধারে উপস্থিত হল। এরপর পথ আরও বন্ধুর। অভিযাত্রীদের পথ পাড়ি দিতে নাকের জল আর চোখের জল একাকাকার হতে লাগল। তার ওপর ইয়া বড় বড় মশার কামড়ে পাজালেনের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। অভিযাত্রীরা যখন লেক সালিনার তীরে পৌঁছলেন তখন রাত আটটা বাজে। লেকে এক ফোঁটাও জল নেই। এক সময় সোডিয়াম ক্লোরাইডের জন্য বুইনস আয়ারস নগরে এর জল নিয়ে যাওয়া হত। অভিযাত্রীরা এবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা বরাবর গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, রবার্ট, আর পথপ্রদর্শক থালকেভ, আর অন্য দলটা জলের খোঁজে দক্ষিণ দিকে পঁচাত্তর মাইল পথ ঘুরে। শেষমেশ দুই দলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা। লর্ড গ্লেনারভানের দল পরের দিন হাজির হল গুয়ামিনি নদীর পাড়ে। নদীর ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ঘোড়া আর মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচল।

একটা পরিত্যক্ত খোঁয়াড়ের মধ্যে তারা রাত কাটাতে লাগল। মাঝরাতে থালকেভের ঘুম চটে গেল। ঝিম মেরে পড়ে রইল খড়ের বিছানায়। অকস্মাৎ জমাটবাঁধা অন্ধকারে অনুজ্জ্বল একটা আলো দেখে সে ঝট করে বসে পড়ল। তার মনে হল কারা যেন অন্ধকারে বারবার সরে যাচ্ছে। ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। হঠাৎ নেকড়ে আর কুকুরের গর্জন শোনা গেল। বিচিত্র কণ্ঠের গোঙানি শুনে থালকেভ যন্ত্রচালিতের মতো রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরল। গুলির শব্দে লর্ড গ্লেনারভান আর রবার্ট হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়লেন। উভয়ের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। থালকেভ বলল, 'একটা আওয়ারাস উৎপাত জুড়ে দিয়েছিল। পমপাসের লাল নেকড়ে। খুবই হিংস্র। এক গুলিতেই খতম করে দিয়েছি।'

ব্যস, আর যাবে কোথায়। প্রায় একশো নেকড়ে একসঙ্গে তর্জন গর্জন জুড়ে দিল। তাদের মাথা শেয়ালের মতো আর ধড়টা দেখতে কুকুরের মতো। রাতের অন্ধকারে যা পায় ছিঁড়ে ফেড়ে খায়। ভোরের আলো ফুটলে তাদের টিকির নাগালও পাওয়া যায় না। থালকেভ আগুন জ্বেলে খোয়াড়ের মুখ বন্ধ করে দিল। এবার শুরু করল বন্দুকের আওয়াজ। নেকড়ে-দল ঝটপট খোয়াড়ের পিছনে চলে গেল। কাঠের খুঁটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। থালকেভ এবার একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়ায় চেপে সে নেকড়েগুলোকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঘোড়া এতই ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে লাগল যে, নেকড়ের দল শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারল না। ভোর হতে আর দেরি নেই। তখন রবার্ট সবার অলক্ষ্যে অন্য একটা ঘোড়ায় চেপে থালকেভকে অনুসরণ করল। পাজালেন হঠাৎ দেখলেন, রার্বাট ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছে। তিনিও অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে তৎক্ষাণাৎ তার পিছন পিছন ছুটলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে পাজালেন আর রবার্ট ফিরে এল। গ্লেনারভান বললেন, 'কী ব্যাপার রবার্ট, তুমি এ বিপদের মুখে হঠাৎ ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেন? যে-কোনো সময় হিংস্র নেকড়ের খপ্পরে পড়ে যেতে যে।' রবার্ট বলল, 'বিবেকের তাড়নায় আমাকে যেতেই হল। আমার বিপদে নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে সে আমাকে

রক্ষা করেছিল। আর আপনি আমার বাবাকে উদ্ধার করতে চলেছেন বলে আমি নেকড়েগুলোকে তাড়িয়ে আপনার প্রাণ রক্ষা করলাম। নইলে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হত।'

* * * *

সকালে, একটু বেলা পড়লে অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। ৩ নভেম্বর পম্পাসের সীমান্তে পৌঁছল। বাইশ দিনে মোট তারা সাড়ে চার শো মাইল অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যাত্রাপথে তিন ভাগের দুভাগ পথ পেরিয়ে এসেছে।

একটা রহস্যের সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হল না থালকেভও কোনো কিনারা করতে পারল না। এ পরিবেশে ইন্ডিয়ানদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ইন্ডিয়ানকেও অভিযাত্রীরা দেখতে পেল না। একদিন অবশ্য অস্ত্রশস্ত্রসহ তিনজন রেডইন্ডিয়ানকে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছিল। অভিযাত্রীদের দেখামাত্র ঝট করে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা কারোরই মাথায় এল না। এমনকি থালকেভও কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। এখন তো উত্তরে বায়ুর দাপট নেই। তাই মেজর পাজালেনকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাজালেন মুখ বিকৃত করে বললেন, 'এরা মোটেই গচোস নয়। ঠিক যেন গুণ্ডাদের মতো দেখতে সবাই।

কথার মোড় ঘুরিয়ে থালকেভ বলল, 'হুজুর, আরো ষাট মাইল গেলে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্টে হাজির হব। সেখানে পৌঁছে খোঁজখবর করে দেখা যাবে, ক্যাপ্টেন গ্রান্টকে যারা কয়েদ করে রেখেছে তাদের হদিস যদি মেলে।'

তার কথায় অভিযাত্রীরা আশ্বস্ত হল।

৬ নভেম্বর পথের ধারে কিছুসংখ্যক স্যালডেরোস দেখা গেল। এগুলো মাংসের নুন মাখানোর ঘাটি। কিন্তু কোন মানুষের টিকি দেখা গেল না। লতার দড়ির ফাঁস পরিয়ে ষাঁড়, গরু, বুনো ছাগল আর ভেড়াকে নিয়ে এসে জবাই করা হয়। নাড়িভুঁড়ির লোভে ষাট মাইল দূর থেকে শকুনের পাল উড়ে আসে। ভোঁটকা গন্ধে কাছে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার, দুএক মাইলের মধ্যে যায় কার বাপের সাধ্যি।

অভিযাত্রীরা একসময় ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্টের ভাঙাচোরা প্রাচীরের গায়ে হাজির হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এ স্থানটা সিয়েরা টানডিল নামে পরিচিত।

বাইরে থেকে ফোর্টটাকে পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাঙা প্রাচীর দিয়ে অভিযাত্রীরা ভেতরে ঢুকেই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল, একদল কুচোকাচা কুচকাওয়াজ করছে। একটা করে প্যান্ট পরনে। বেল্ট বাঁধা। খালি গা। ফরাসি ঢঙে ইয়া লম্বা তরবারি আর বন্দুক নিয়ে কসরৎ করে চলেছে। সবার মুখের আদল দেখে মনে হল সবাই একই পরিবারভুক্ত। তারা সংখ্যায় তেরোজন। এখানকার রীতি এটাই। এক এক পরিবারে নয়টা ছেলে মেয়ে তো আখছারাই দেখা যায়।

ফোর্টটার মালিক সার্জেন্ট ম্যানুয়েল। একসময় ফরাসি ছিলেন। স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের পাত্তা মিলল না। তবে পয়চিস সম্প্রদায়ের ইন্ডিয়ানরা কয়েক বছর আগে একজন ফরাসি আর একজন ইতালিয়ানকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল। সুযোগ বুঝে ফরাসি লোকটি চম্পট দেয়। আর বেচারা ইতালিয়ানটাকে কোতল করে। তারা কিন্তু মোটেই ইংরেজ নয়।

কথাটা শোনামাত্র পাজালেন সোল্লাশে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে ব্বাস! এতদিন তবে ভুল কথা জানতাম। এখন বুঝলাম তাদের একজনের নাম মার্কোভাজেলো আর অন্যজনের নাম গুইনার্ড।'

থালকেভ ভুল খবর দেয়ার জন্য যারপরনাই লজ্জিত হল। ইন্ডিয়ানদের সাধারণত এমন ভুল হওয়ার কথা নয়। সার্জেনই রহস্যটা খোলসা করে দিলেন, কেন রেড ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ছে না। বুয়েনস আরিয়ান আর প্যারাগুয়ানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে মেতেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা সুযোগের সদ্ব্যবহারে মেতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের জিনিসপত্তর বেপরোয়াভাবে লুটপাট করছে।

তবে এটুকু অন্তত জানা গেল, রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কয়েদ হন নি। পাজালেন আবার বোতলে পাওয়া কাগজগুলো পাঠ করতে লাগলেন। সেগুলোর বক্তব্য উদ্ধার করতে কোনো না কোনো ভুলচুক হতেও পারে। তার বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কোথায় রয়েছেন তা হদিস করতে পারবনেই।

* * * *

সেখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে আটলান্টিক পথের পাশে খরগোস দেখতে পেয়ে কুসংস্কারের দাস নাবিকরা আগেই আশঙ্কা করেছিল বিপদ সামনে ওঁত পেতে রয়েছে। ফলিত হল তাই। দেখা গেল লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে জোড়া জোড়া ষাঁড়ের শিং উঁকি দিচ্ছে। তেড়ে এসে ভুঁড়ি ফাসিয়ে দিতে তাদের জুড়ি নেই। কোনরকমে খুঁজে একটা গাছেতে রাত্রিটুকু কাটানো গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আবার যাত্রা শুরু করল অভিযাত্রীরা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ঘোড়াগুলোকে নিয়ে। বিপদাশঙ্কায় তারা এতই মুষড়ে পড়ছে যে তারা আর এগোতেই রাজি নয়। থেকে থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ গম্ভীর গম গম শব্দ কানে এল। মুহূর্তে নদীতে বান এল। জলোচ্ছ্বাস। পানি তীরবেগে ধেয়ে আসতে লাগল। বিপদ বুঝে থালকেভ সবাইকে বিশালায়তন একটা গাছে তুলে নিল। পানির তোড়ে থাউকা নামে ঘোড়াটা করুণ আর্তনাদ করতে করতে ভেসে যেতে লাগল। থালকেভ গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে জাপ্টে ধরল ঘোড়াটাকে। মানুষ আর ঘোড়া উভয়েই ভেসে যেতে লাগল।

আরো চল্লিশ মাইল যেতে পারলে আটলান্টিক মহাসাগরের দেখা পাওয়া যাবে।

খাবারের ব্যাগ পানিতে ভিজে গেছে। মেজর ব্যাগটা তুলে সবাইকে দেখালেন। খাবার যা আছে আর মাত্র দুদিন কোনোরকমে টেনেটুনে চলবে। ব্যস, তারপরই নিরম্বু উপবাস।

গাছের ডালে বসেই পাজালেন বললেন, 'আমেরিকা থেকে বেরিয়ে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে ত্রিসদান দ্য আকুহান দ্বীপ অতিক্রম করে গুডহোপ অন্তরীপের দুই ডিগ্রি নিচ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম আর সেন্টপলস দ্বীপের ধার দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের ওপর দিয়ে অনায়াসে—'

পাজালেনের মুখেরকথা শেষ হবার আগেই গাছের দুটো ডালের ফাঁকে কাত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল তাঁর। মেজর ঝট করে হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে ঝপাৎ করে জলেই পড়ে যেতেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে পাজালেন রীতিমতো হায় হায় করে উঠলেন, 'আমি বোকার হদ্দ! সত্যি আমি বোকা! ক্যাপ্টেন যেখানে নেই ঠিক সে জায়গাতেই আমরা হন্যে হয়ে তার খোঁজ করে মরছি! তিনি কোনোদিনই সেখানে যান নি।' লর্ড গ্লেনারভান অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো। কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে আপনি এমন কোনো গোপন রহস্য উদঘাটন করলেন যার ফলে এমন জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন?'

পাজালেন বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটের একটা লর্ড গ্লেনারভানের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'দেখুন, আমরা এতক্ষণ 'Austral'কে পুরো শব্দ মনে করে দারুণ ভুল

করেছি। আসলে এটা হবে 'Australia'-র অংশ। কারো কারোর মতে অস্ট্রেলিয়া একটা দ্বীপ হলে ভূগোলবিদদের কাছে সেটা কিন্তু একটা মহাদেশ।'

লর্ড গ্রেনারভান তৎক্ষণাৎ অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়াই স্থির করে ফেললেন। কিন্তু ডানকান জাহাজ রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। তার কাছে পৌঁছতে পারলে তবেই অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা করা সম্ভব।

বন্যার পানি থাকায় অভিযাত্রীরদের পুরো একটা দিন গাছের ডালে বসেই কাটাতে হল।

গাছের ডালে বসেই তারা ক্রমে রাতের অন্ধকার নেমে আসতে দেখল।

রাত একটু গভীর হতেই তারা অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ রহস্যজনক একটা গুম্‌গুম্ আওয়াজ তাদের কানে এল। কারা যেন মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। কয়েকটা মশাল মিটমিট করে জ্বলছে। রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন পাজালেন। মাদল মশাল কিছুই না। আসলে ঝাঁকে ঝাঁকে টিউকো পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। কারো কারোর কাছে এরা ফসফরাস পোকা নামে পরিচিত। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা। ঠিক যেন হীরে, জ্যান্ত হীরে। এখানকার আদিবাসী মেয়েরা গয়না তৈরি করে পরে। অন্ধকারেও ঝকমক করে।

একটু বাদেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি। সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে।

সকাল হল। ঠিক তখনই দেখা গেল বানের পানিতে ভেসে যাওয়া থালকেভ আর থাউকা নামক ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে জঙ্গলের টাকে কোনোরকমে সামাল দিয়ে দুটো গাছের ফাঁকে আটকে গিয়ে তারা জীবনরক্ষা করতে পেরেছে। পানি সরে গেলে একটা পরিত্যক্ত ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। থালকেভ জানত, বন্যার পানি নেমে গেলে অভিযাত্রীরা এপথেই আসবে।

অভিযাত্রীরা থালকেভের ঝুপড়িটাতেই কোনোরকমে রাত কাটাল।

রাত্রি আটটায় তারা আটলান্টিক থেকে মাত্র সাত মাইল দূরবর্তী এক ফাঁকা জায়গা হাজির হল। ভেবেছিল এখান থেকে ডানকান জাহাজকে দেখা যেতে পারে। সবাই মিলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দূরবর্তী সাগরের দিকে তাকিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। বৃথা চেষ্টা। জাহাজ তো দূরের কথা, জাহাজটার মাস্তুলটা পর্যন্ত কারোর নজরে পড়ল না।

ফাঁকা মাঠেই অভিযাত্রীরা রাত কাটাতে বাধ্য হল। ভোরে আবার সুমদ্রের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হ্যাঁ, এবার দেখাতে পেয়েছে। তাদের বাঞ্ছিত জাহাজ ডানকান দেখতে পেল।

থালকেভ কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। কাজ হয়েছে মনে হল। একটু বাদেই কালোমতো একটা বস্তুকে দেখা গেল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। একটা নৌকা তরতর করে এগিয়ে এসে অভিযাত্রীদের সামনে দাঁড়াল।

অভিযাত্রীরা হুড়মুড় করে নৌকায় উঠে পড়ল। কিন্তু থালকেভ তার প্রিয় ঘোড়া থাউকাকে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইল। সে আর যাবে না। এটা তার দেশ। কাছেই তার বাড়ি।

অভিযাত্রীরা দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান সেরে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।